তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৯

**কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন প্রদান সংক্রান্ত দৈনিক তথ্য**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 আজ অ্যাস্ট্রোজেনেকা-কোভিশিল্ড ভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ কাউকে দেয়া হয়নি। এ পর্যন্ত প্রথম ডোজ দেয়া হয়েছে ৫৮ লাখ ২০ হাজার ৩৩ জনকে। দ্বিতীয় ডোজ আজ দেয়া হয়েছে ৬৬৫ জনকে। যার মধ্যে পুরুষ ৪০৩ জন এবং মহিলা ২৬২ জন। সর্বমোট দেয়া হয়েছে ৪২ লাখ ৯৬ হাজার ৭৩৮ জনকে।

 ফাইজার ভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ আজ দেয়া হয়েছে ৪ হাজার ১৪৮ জনকে। যার মধ্যে পুরুষ ৩ হাজার ৭৭২ জন, মহিলা ৩৭৬ জন। সর্বমোট দেয়া হয়েছে ৪৬ হাজার ৯৮১ জনকে। ফাইজারের টিকার দ্বিতীয় ডোজ শুরু হয়নি।

 আজ প্রথম ডোজে সিনোফার্মের টিকা নিয়েছে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩১৯ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৮৫ হাজার ৭৬৩ জন, মহিলা ৬০ হাজার ৫৫৬ জন। এ পর্যন্ত সিনোফার্মের প্রথম ডোজ নিয়েছেন ৬ লাখ ৫১ হাজার ৫৪৯ জন। কেউ দ্বিতীয় ডোজ আজ নেয়নি। এ পর্যন্ত দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ২ হাজার ২৫৯ জন।

 মডার্না ভ্যাক্সিনের আজ প্রথম ডোজ নিয়েছে ৪৬ হাজার ১৬৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ ২৮ হাজার ৮০১ জন, মহিলা ১৭ হাজার ৩৬৫ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট প্রথম ডোজ নিয়েছেন ১ লাখ ১২ হাজার ৫৭১ জন। মডার্নার ভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ শুরু হয়নি।

 আজ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভ্যাক্সিনের জন্য মোট নিবন্ধন করেছেন ১ কোটি ২ লাখ ৫২ হাজার ১৬৫ জন।

#

মিজানুর/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২৩০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৮৮

**জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে বাংলাদেশ কর্তৃক**

**প্রস্তাবিত জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অস্তিত্বের হুমকি স্বরূপ এবং তা বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, মানবাধিকার পরিষদে বাংলাদেশসহ তিনটি দেশের পক্ষ থেকে উত্থাপিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সদ্য সমাপ্ত ৪৭তম অধিবেশনে মানবাধিকারের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাস হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন।

 পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরো বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কার্যত কোনো ভূমিকা না থাকলেও এই দেশগুলোই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের মতো জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং আর্থিক ও বিনিয়োগ সহায়তা বৃদ্ধিতে উন্নত দেশসমূহকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

 গতকাল জেনেভাস্থ জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান প্রস্তাবটি মানবাধিকার পরিষদে উপস্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা, প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন, ঝুঁকিপ্রবণ দেশগুলোতে কার্যকর সহায়তা প্রদান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ, সক্ষমতা ও উন্নয়নের মাত্রা ভেদে সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়িত্ব (সিবিডিআর) নীতির যথাযথ প্রতিফলন এবং মানবাধিকার পরিষদ ও এর সকল প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

 ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে ধারাবাহিকভাবে এ প্রস্তাব উত্থাপন করে আসছে। এ বছরের প্রস্তাবে রাশিয়া কতিপয় সংশোধনী আনার চেষ্টা করলে সেগুলোর প্রত্যেকটি ভোটে পরাজিত হয়। তবে, রাশিয়া পুরো প্রস্তাবের বিরোধিতা না করায় এটি প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

#

তৌহিদুল/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২২৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৭

**উদ্বোধন হলো বাংলাদেশ ইয়ুথ স্কিল ফেস্ট**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বিশ্বব্যাপী তরুণদের কর্মসংস্থান, কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৫ জুলাইকে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ আয়োজন।

 এবারের ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে উদ্যাপনের অংশ হিসেবে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ আয়োজন করেছে ‘বাংলাদেশ ইয়ুথ স্কিল ফেস্ট ২০২১’। এ দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘মহামারি উত্তর যুব দক্ষতা বিষয়ে পুনর্ভাবনা’।

 আজ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, তরুণদের এগিয়ে যেতে দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এই দক্ষতা শুধু অল্প কিছু খাতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এটিকে ছড়িয়ে দিতে হবে ভবিষ্যতের সম্ভবনাময় অন্যান্য খাতেও।

 যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৮৩ টি ট্রেডে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬৪ লাখ যুব পুরুষ ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ২৩ লাখ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহজ শর্তে যুব ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও ৮ম পর্বে দেশের নতুন ১০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৭টি পর্বে ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার যুব ব্যান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুব শপ, যুব কিচেন ও প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করছে, যা যুব উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনলাইন ভিত্তিক প্লাটফর্ম যুব পাইকারিসেল.কম যুবদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বাজারজাত করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

 দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের সাতটি ওয়েবিনার সিরিজে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির নানা দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ বক্তারা।

#

আরিফ/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২২৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৬

**এসডিজি অর্জনে উন্নয়নশীল এবং নিম্নআয়ের দেশগুলোকে**

**গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়ার আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে নীতিমালা গ্রহণের লক্ষ্যে এসডিজি অর্জনে উন্নয়নশীল এবং নিম্নআয়ের দেশগুলোকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো দায়ী নয়। সীমিত আকারে মৎস্য আহরণে সক্ষম দেশগুলোর বিষয় বিবেচনায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। বড় আকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিসিং ভ্যাসেলগুলো পরিবেশ নষ্টের কারণ। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ চায় উন্নয়নশীল এবং নিম্নআয়ের দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা করেই নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক। ব্লু ইকোনমি হতে আর্থিক সুবিধা আহরণের লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে, এতে বাংলাদেশ উপকৃত হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিজ অফিস থেকে ফিসারিজ সাবসিডিয়ারি বিষয়ে ডব্লিউটিও ভার্চুয়াল ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটির ৪১তম সভায় বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন।

 উল্লেখ্য, ডব্লিউটিও’র সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য মন্ত্রীগণ পর্যায়ক্রমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য মতামত প্রদান করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

#

বকসী/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৫

**নদীতে সব ধরনের বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে শুধু শিল্প-কলকারখানার নয় গৃহস্থালি, মেডিকেল এবং কৃষিসহ সব ধরনের বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে।

 আজ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম অ্যাপে মেঘনা নদীর জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটির ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 ওয়ার্কশপে ইনস্টিটিউট অভ্ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) মাস্টারপ্ল্যানের জন্য প্রণীত ইনসেপশন রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল সেন্টার ফর এনভায়রমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)।

 ঢাকার চারপাশসহ দেশের নদীগুলোতে পয়ঃবর্জ্য ও শিল্পবর্জ্যসহ অন্যান্য কলকারখানার বর্জ্য নিয়মিতভাবে নিক্ষেপ করায় নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এতে করে পানির গুণগতমান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মৎস্য প্রজনন ব্যাপক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই সরকার ঢাকার চারপাশসহ অন্য নদীগুলো দখলমুক্ত, দূষণরোধ এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করছে ।

 মন্ত্রী আরো বলেন, মেঘনা নদী যাতে দূষণ ও দখলের কবলে না পড়ে এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায় সে লক্ষ্যেই মাস্টারপ্ল্যান করা হচ্ছে। এটি প্রণীত হলে মেঘনা নদীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলেও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে মেঘনা নদী থেকে পানি উত্তোলন করবে ঢাকা ওয়াসা। কিন্তু কি পরিমাণ পানি তোলা হলে নদী তার স্বকীয়তা হারাবে না, এ সম্পর্কে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট স্টাডি রিপোর্ট নেই। এই মাস্টারপ্ল্যানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এলক্ষ্যে পরামর্শকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন মন্ত্রী।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খানের সঞ্চালনায় কর্মশালায় AFD, KFW, EIB, ADB সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশের প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণ অংশগ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, এ বছরের শুরুতে মেঘনা নদীকে দখল, দূষণ এবং নাব্যতা সংকট থেকে রক্ষা করতে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার সার্বিক তত্ত্বাবধানে আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস- এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

#

হায়দার/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ৩২৮৪

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় কর্মহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার আরোপিত চলমান বিধিনিষেধকালে আজ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও অর্থ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

 চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ নগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে ছিন্নমূল, বাস্তুহারা, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ইমারত নির্মাণ ও পরিবহন শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ১ হাজার ৫০০টি পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মোঃ কামরুল হাসান । উপহার সামগ্রী হিসেবে প্রত্যেক পরিবারের মাঝে ৭ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি ছোলা, ১ লিটার সয়াবিন তেল ও ১টিঁ সাবান বিতরণ করা হয়।

 লক্ষ্মীপুর জেলায় আজ জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৫৫০টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্যসামগ্রী হিসেবে প্রতি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১ লিটার সয়াবিন তেল প্রদান করা হয়।

 এদিকে চাঁদপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আজ জেলা স্টেডিয়ামে কর্মহীন ২৫০ জন পরিবহন শ্রমিকের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিস।

#

ফয়সল/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৮৩

**করোনা মহামারিতে ঢাকা বিভাগের মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

 গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

 গোপালগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে ৪ লাখ টাকা এবং ৪০ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

 শরীয়তপুর জেলায় ত্রাণ হিসেবে ৯ হাজার টাকা এবং ১৪৮ দশমিক ৪৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

 সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮২

**মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাটে নবনির্মিত দু’টি ফেরি**

**‘কুঞ্জলতা’ ও ‘কদম’ উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

শিমুলিয়াঘাট (মুন্সিগঞ্জ), ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাটে নবনির্মিত দু’টি মিডিয়াম ফেরি ‘কুঞ্জলতা’ ও ‘কদম’ এর উদ্বোধনের মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া এবং মাদারীপুরের বাংলাবাজার রুটে ফেরির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭টি। এগুলোর মধ্যে চারটি রো রো, ছয়টি ডাম্ব, ছয়টি মিডিয়াম ও একটি ছোট ফেরি।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাটে ফেরি দু’টির উদ্বোধন করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদ্মাসেতুর স্বপ্নদ্রষ্টা। শিমুলিয়া-বাংলাবাজার-শিমুলিয়া রুটে ১৫টি ফেরি চলাচল করত। এ দু’টি নতুন ফেরি যুক্ত হওয়ায় ১৭টি ফেরির মাধ্যমে উক্ত রুটে যানবাহন ও যাত্রী পারাপার আরো সহজ হবে।

 উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিসি’র চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, জেলা প্রশাসক নাহিদ রসুল ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন দেব বর্মণ।

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিআইডব্লিউটিসি ফেরি দু’টি সংগ্রহ করেছে। প্রতিটি ফেরির নির্মাণ মূল্য ১০ কোটি ৭১ লাখ ২১ হাজার ৬০০ টাকা। প্রতিটি ফেরির দৈর্ঘ্য ৪২ দশমিক ৭০ মিটার, প্রস্থ ১২ দশমিক ২০ মিটার, ড্রাফটস ১ দশমিক ৪০ মিটার, সার্ভিস স্পিড ঘণ্টায় ১০ নটিক্যাল মাইল। প্রতিটি ফেরি ২৫ টন ওজনের ১২টি ট্রাক এবং ১০০ জন যাত্রী বহন করতে পারবে।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩২৮১

**কোভিড**-**১৯** **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৪ হাজার ৯৪১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১২ হাজার ২৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৭১ হাজার ৭৭৪ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২২৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ২৭৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৯ লাখ ৫ হাজার ৮০৭ জন।

#

ফেরদৌস/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮০

**কোরবানির পশুর হাট তদারকি করবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোরবানির পশুর হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এ জন্য ৯টি মনিটরিং টিম গঠন করে ৯ জন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে নির্ধারিত কোরবানির পশুর হাটে দায়িত্ব দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

 আজ এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

 অপরদিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোরবানির পশুর হাটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৪টি মনিটরিং টিম, ২০টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম ও ১টি বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম কাজ করবে।

#

ইফতেখার/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৭৯

**খুলনা বিভাগে অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 খুলনা বিভাগের খুলনা, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও বাগেরহাট জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আজ প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ কেসিসি'র ছয়টি ওয়ার্ডে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায়, দুস্থ ও নিম্নআয়ের শ্রমজীবীদের মাঝে জনপ্রতি সাত কেজি চাল এবং সবজি ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। নগরীর ৬ টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ৪ শত ২৮ জন হিসেবে মোট ২ হাজার ৬শত ৬৮ জনের মাঝে এই খাদ্যসহায়তা বিতরণ করা হয়।

 মাগুরা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে আজ ৪ হাজার উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেকটির মাঝে ১০ কেজি করে চালের প্যাকেট বিতরণ করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে ২৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।

 কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ১০০ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ১ মেট্রিক টন চাল এবং উপকারভোগীর মাঝে নগদ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ভিজিএফ (খাদ্যশস্য) বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ৬ হাজার ৪১৩ টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ৬৪ দশমিক ১৩ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ৩৩৩ হেল্পলাইনে ফোন করলে আরো ৫ টি পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ লিটার তেল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ ও ১ টি সাবান দেয়া হয়েছে।

 বাগেরহাট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস কর্তৃক ৩৩৩ হেল্পলাইনে ফোনকারী ৫০টি পরিবারের ২২৫ জন সদস্যের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

#

দীপংকর/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯৩৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৭৮

**করোনা হাসপাতালগুলোতে BiPAP এবং High Flow Nasal Cannula**

**মেশিন সরবরাহে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ সারাদেশের কোভিড হাসপাতালগুলোতে BiPAP এবং High Flow Nasal Cannula মেশিন সরবরাহে সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মহাখালীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে ডিএনসিসি মেয়রের আমন্ত্রণে করোনা রোগীদের জীবন রক্ষাকারী BiPAP এবং High Flow Nasal Cannula মেশিন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম।

 ডিএনসিসি মেয়র চলমান করোনা মহামারিসহ ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সারাদেশের সকল কোভিড হাসপাতালে করোনার সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। সেলক্ষ্যে এসব হাসপাতালে BiPAP এবং High Flow Nasal Cannula মেশিন সংযোজন করা হচ্ছে। করোনার সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে তাতে সরকারের একার পক্ষে হাসপাতালসমূহে আইসিইউ বেডসহ এত বিপুল সংখ্যক BiPAP এবং High Flow Nasal Cannula মেশিন সুবিধা পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম রেজা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জোবায়দুর রহমান। স্বাগত বক্তৃতা করেন ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির উদ্দিন।

 উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালের নিকট ১৮টি BiPAP মেশিন, ৪০ পিস BiPAP মেশিনের এক্সেসরিজ এবং ৮টি High Flow Nasal Cannula মেশিন হস্তান্তর করা হয়।

#

ফয়সল/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৭৭

**সরকারি পাটকলের বদলি শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে ২১২ কোটি টাকা বরাদ্দ**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর অধীন বন্ধঘোষিত মিলসমূহের বদলি শ্রমিকদের (২১,৫৫২) বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য মোট ২১২ কোটি আট লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বিজেএমসি’র বন্ধঘোষিত পাটকলসমূহের বদলি শ্রমিকদের জাতীয় মজুরি স্কেল-২০১৫ ও জাতীয় মজুরি স্কেল-২০১০-এর পার্থক্যজনিত বকেয়া পাওনা পরিশোধের এ অর্থ প্রদান করবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। আজ অর্থ মন্ত্রণালয় এ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেন। বরাদ্দকৃত এ অর্থ শ্রমিকদের নিজ নিজ একাউন্টে চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে।

 আজ অর্থ মন্ত্রণালয় 'পরিচালন ঋণ' বা 'অপারেশন লোন' হিসেবে এ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে । তবে, বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২১-২২ অর্থবছরের বিজেএমসি’র অধীন ১৮টি মিলের ২১,৫৫২ জন বদলি শ্রমিকের বকেয়া পাওনা পরিশোধ ব্যতীত অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না।

 পত্রে উল্লিখিত শর্তে বলা হয়, বদলি শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিকের মিল প্রদত্ত টোকেন ও ইউনিক আইডি নম্বর, এনআইডি এবং ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। আবশ্যিকভাবে এনআইডি যাচাই করে ব্যাংক হিসাব-এর মাধ্যমে বদলি শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে হবে। কোনোভাবেই এনআইডি এবং ব্যাংক হিসাব ব্যতীত বদলি শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। বদলি শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধকালে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বকেয়া পাওনার বিষয়টি সরকারি বিধি বিধানের আলোকে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে পরিশোধ করবে। বকেয়া পাওনা পরিশোধকালে পাওনার বিষয়ে কোনো অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে বিজেএমসি ও মিল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকারের বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। বিধি বহির্ভূতভাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন। বরাদ্দকৃত অর্থের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে বিজেএমসি-কে একটি ঋণচুক্তি সম্পাদন করতে হবে ।

 বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর অধীন বন্ধঘোষিত মিলসমূহের বদলি শ্রমিকদের এনআইডি ও ব্যাংক হিসাব আছে এরূপ ২১,৬৪৩ জন শ্রমিকের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ২১৩ দশমিক ১২ কোটি টাকা। উক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ এনআইডি রয়েছে ৯১ জনের ও তাদের অনুকূলে আর্থিক সংশ্লেষ ১ দশমিক শূন্য ৪ কোটি টাকা। ত্রুটিপূর্ণ এনআইডিভুক্ত শ্রমিক বাদে অবশিষ্ট ২১,৫৫২ জন বদলি শ্রমিকের অনুকূলে বকেয়া পাওনা বাবদ মোট ২১২ কোটি আট লাখ টাকা ২০২১-২২ অর্থবছরে ‘পরিচালন ঋণ’ খাত হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বিজেএমসি’র অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

 উল্লেখ্য, বিজেএমসির বন্ধ মিলসমূহ ভাড়াভিত্তিক ও ইজারা (লিজ) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলমান আছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুকৃত মিলে অবসায়নকৃত শ্রমিকেরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ পাবে। একই সাথে এসব মিলে কর্মক্ষম ও দক্ষ শ্রমিকদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সকল শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে অবশ্যই পুনর্বাসন করা হবে।

#

সৈকত/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৭৬

**সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বর্তমান সরকারের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, কৃষি ও পর্যটনে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন আরো বেগমান ও ত্বরান্বিত হবে।

 আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পিছিয়ে ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলমান সংঘাত নিরসনে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। শান্তি চুক্তির ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

 তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আন্তরিকতার ফলে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার অধিকাংশ উপজেলায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, ইউএনডিপির ২৬৪ টি বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০ হাজার ৫০০ পরিবারকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। আরো ৪০ হাজার পরিবারকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুপ্রু চৌধুরী। এছাড়া দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

#

নাছির/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৭৫

**‘বঙ্গবন্ধু’ নামকরণের প্রণেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল হক চৌধুরীর** **মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ‘বঙ্গবন্ধু’ নামকরণের প্রথম প্রণেতা এবং ’৬৯ এর গণআন্দোলনের অন্যতম সেনানী বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন এবং রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আজীবন ধারণকারী রেজাউল হক চৌধুরী চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। তিনি প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য, রেজাউল হক চৌধুরী চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

 **চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল হাসানের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

 চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল হাসানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আজীবন ধারণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল হাসান চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গণে ও এলাকাবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তিনি প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য, শফিকুল হাসান ৬৫ বছর বয়সে চট্টগ্রামে আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

আকরাম/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৭৩১ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৭৪

**নির্ধারিত মূল্যে চামড়া ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে**

 **---বাণিজ্য মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, চামড়ার স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর, চাহিদা, সরবরাহ, রপ্তানির সার্বিক পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে লবনযুক্ত প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া ঢাকায় ৪০-৪৫ টাকা, ঢাকার বাইরে ৩৩-৩৭ টাকা,  সারাদেশে খাসীর চামড়া ১৫-১৭ টাকা এবং বকরির চামড়া ১২-১৪ টাকা ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যে চামড়া ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা ২০২১ উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয় সংক্রান্ত সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কোরবানির চামড়ার মূল্য গরীবের হক। এতিম খানা, মাদ্রাসা, আনজুমান মফিদুল ইসলামের মতো সংস্থাগুলোই এ চামড়া সংগ্রহ করে থাকে। গরীবদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহহ্বান জানিয়েছেন তিনি। চামড়া ক্রয় নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং খেলাপী ঋণের ৩% পরিশোধ করে ঋণ নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করেছে। দেশে লবনের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সবধরনের সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এবার কোরবানির চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং নির্ধারিত মুল্যে ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের চামড়া রপ্তানি বেড়েছে, আরও বাড়বে। সরকার ইতোমধ্যে ১ কোটি ২০ লাখ বর্গফুট ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। সাভারে স্থাপিত নতুন চামড়া শিল্পনগরী পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। চামড়ার গুনগত মান নিশ্চিত করতে যথাযথ ভাবে চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, সরকার এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য দেশের প্রচার মাধ্যমে টিভিসি প্রচার, লিফলেট বিতরনসহ পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

 বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা, ধর্মসচিব ড. নূরুল ইসলাম, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেনসহ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊধ্বর্তন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় বক্তৃতা করেন।

#

লতিফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৭৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৭৩

**নভেম্বরে এসএসসি, ডিসেম্বরে এইচএসসি পরীক্ষার পরিকল্পনা**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতির উন্নতি হলে মাধ্যমিক (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পর্যায়ের পরীক্ষা যথাক্রমে নভেম্বরে ও ডিসেম্বরে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার।

 আজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসে এই পরিকল্পনার কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী
ডা. দীপু মনি।

 মন্ত্রী জানান, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং এইচএসসি ও সমমানের  পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি অনুকূলে আসলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে সময়, বিষয় ও নম্বর কমিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপভিত্তিক তিনটি বিষয়ের নৈর্বাচনিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। অন্যান্য বিষয়ে আগের পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নের ভিত্তিতে ম্যাপিং করে মূল্যায়ন করা হবে।

 পরীক্ষার আগে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে এসএসসিতে তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের ওপর প্রতি সপ্তাহে দুটি করে ২৪টি অ্যাসাইনমেন্ট এবং এইচএসসিতে তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ে- ৬টি পত্রে- প্রতি পত্রে ৫টি করে মোট ৩০টি অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া হবে।

 তবে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে আবশ্যিক বিষয়গুলোর সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে (পূর্বের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায়) ও অ্যাসাইনমেন্টের ফলাফল সমন্বয় করে ফলাফল দেওয়ার ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জানান।

 শিক্ষার্থীকে আবশ্যিক ও ৪র্থ বিষয়ের কোন অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান করা হবে না।

 পরীক্ষা নেওয়ার এই পরিকল্পনার যৌক্তিকতা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “আমাদের টিকা কার্যক্রম চলছে। এছাড়া গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর সময়ে সংক্রমণ কমে এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতায় আমরা এই সময়ে সংক্রমণ কমে আসবে বলে আশা করছি।”

 ঈদুল আজহার পর অনলাইনের মাধ্যমে পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে বলে তিনি জানান।

 ভার্চুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব আমিনুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম ফারুক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নেহাল আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা যুক্ত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, এসএসসি/এইচএসসি/সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা জেএসসি/জেডিসি/এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়সমূহ যেমন বাংলা, ইংরেজি, গণিত, আইসিটি ও ধর্ম বিষয়সমূহে অধ্যয়ন করেছে। এই বিষয়গুলো জেএসসি/*জে*ডিসি/এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসএসসি/সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গ্রুপভিত্তিক বিষয়সমূহে ইতোপূর্বে বোর্ডগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নাই। সে কারণে এই বিষয়সমূহের মূল্যায়ন আবশ্যক। তাছাড়াও আবশ্যিক বিষয়সমূহের নম্বর জেএসসি/জেডিসি/এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে এসএসসি/এইচএসসি/সমমান পর্যায়ে নম্বর প্রদান করা সম্ভব।

#

খায়ের/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৫২০ ঘন্টা

Handout Number : 3272

**Dr. Hasan Mahmud to Foster BD Friendship Group in European Parliament**

Dhaka, 15 July :

####  Information and Broadcasting Minister Dr. Hasan Mahmud met with Member of European Parliament Sara Matthieu at Brussels yesterday in a bid to foster Bangladesh friendship group at European parliament.

 During the meeting, they discussed over forming Bangladesh friendship group at European parliament.

 They also discussed about the business relations between Bangladesh and Belgium specially to increase export of garment products, said Hasan, also Awami League joint general secretary.

 Bangladesh Ambassador to Belgium Mahbub Hasan Saleh was present at the meeting.

 The Minister, who is now visiting Europe, is expected to return home on July 18.

#

Akram/Parikshit/Shamminaz/Asma/2021/1630 hours

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩২৭১

**গতকাল খুলনায় করোনা ভ্যাকসিন নিয়েছেন ৩ হাজার ৬৮৮ জন**

খুলনা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 গতকাল খুলনা জেলায় তিন হাজার ৬৮৮ জন করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে পুরুষ দুই হাজার ৫৬ এবং মহিলা এক হাজার ৬৩২ জন।

 এর মধ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এক হাজার ৫১০ জন এবং ৯টি উপজেলায় মোট দুই হাজার ১৭৮ জন করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। উপজেলাগুলোর মধ্যে দাকোপে ২৮৮ জন, বটিয়াঘাটায় ২৮২ জন, দিঘলিয়া ১৪৪ জন, ডুমুরিয়ায় ৩৮৪ জন, ফুলতলায় ৩২ জন, কয়রায় ৪৪০ জন, পাইকগাছায় ১৯৬ জন, রূপসায় ৩১৪ জন এবং তেরখাদায় ৯৮ জন টিকা গ্রহণ করেছেন।

 খুলনা সিভিল সার্জন দপ্তর থেকে এসকল তথ্য জানানো হয়।

#

সুলতান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৩০০ ঘন্টা